পিয়ালী ও কুমোরটুলির মাটির দুর্গা



এই বই সম্পর্কে

Eight-year-old Piyali lives in Kumartuli, Kolkata's old potters' quarter, where her grandfather has shaped clay goddesses for Durga Puja for fifty years. This autumn his hands have begun to tremble, and the eyes of the goddess still need to be painted. Piyali has to find a steady heart before she can find a steady hand. It's a warm story about craft, family and letting go, told in the flowing curves of the Bengali script.



পয়িালী

শরতরে গলতিে নতুন কাজ

শরতরে গলতিে নতুন কাজ

শরতরে সকালে কুমোরটুলরি সরু গলতিে আলো আর ছায়া লুকোচুরি খলেছলি। বাতাসে শউিলি ফুলরে গন্ধ, দূরে ঢাকরে মৃদু আওয়াজ। সারি সারি কর্মশালায় দাঁড়ানো অর্ধকে-গড়া প্রতমিাগুলো দখেে পয়িালীর মনে হলো, মাটরি নীরব মানুষদরে এক বশিাল সভা বসছে।ে

কুমোরটুলি কলকাতার পুরোনো মৃৎশলি্পী-পাড়া। এখানকার শলি্পীরা বহু প্রজন্ম ধরে দুর্গাপূজার প্রতমিা তরৈি করনে [2]। কলকাতার দুর্গাপূজাকে ইউনসেকো ২০২১ সালে মানবজাতরি অমূর্ত সাংস্কৃতকি ঐতহি্যরে তালকিায় অন্তর্ভুক্ত করছে [1]। এই উৎসবে শলি্প, কারগিরি ও মানুষরে মলিতি কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কর্মশালার ভতেরে দাদু বাঁশ মাপছলিনে। পঞ্চাশ বছর ধরে তনিি প্রতমিা গড়ছনে, কন্তিু এ বছর তাঁর হাত মাঝে মাঝে কপেঁে উঠছলি। পয়িালী তা দখেে চুপ করে গলে। দাদু হসেে বললনে, ‘হাতরেও বোধ হয় মাঝে মাঝে ঢাকরে তালে নাচতে ইচ্ছে কর!ে’ তবু তাঁর চোখে একটু চন্তিা ছলি।

দাদু একটি খাতা পয়িালীর হাতে দলিনে। তাতে লখো—বাঁশরে কাঠামো, খড়রে দহে, মাটি, শুকানো, রং, সাজ এবং সব শষেে চোখ। ‘এবার তুই আমার সহকারী,’ তনিি বললনে। পয়িালীর বুক ধক করে উঠল, কন্তিু সে খাতার প্রথম ঘরে একটি ছোট টকিচহি্ন দলি।


কুমোরটুলি
- শিল্পী পল্লী

বাঁশরে হাড়গে·াড়

বাঁশরে হাড়গে·াড়

প্রথম কাজ ছলি বাঁশরে কাঠামে·া বানানে·া। দাদু বে·াঝালনে, মানুষরে শরীরে যমেন হাড় দহেকে ধরে রাখে, প্রতমিার ভতেরে বাঁশও তমেন শক্ত ভত্তি দয়ে। তনিি মে·াটা বাঁশ দাঁড় করালনে, তারপর সরু বাঁশ আড়াআড়ি বসয়িে দড়ি দয়িে শক্ত করে বাঁধলনে [3]।

পয়িালীর কাজ ছলি দড়রি গে·াছা এগয়িে দওেয়া এবং মাপ গে·ানা। সে ফতিা ধরে বলল, ‘এক, দুই, তনি—ওহ্, ফতিা আবার গুটয়িে গলে!’ ফতিাটি ফিস করে তার নাকে ঠে·াকর দতিইে দাদু হসেে উঠলনে। দ্বতিীয়বার সে এক হাত দয়িে ফতিার মাথা চপেে ধরে ঠকি মাপ নলি।

দাদু বললনে, কাঠামে·াকে ভারসাম্যপূর্ণ হতে হয়। ওজন যদি একদকিে বশেি পড়ে, পরে মাটি লাগালে প্রতমিা হলেে যতেে পারে। তাঁরা সামনে, পাশ এবং পছেন থকেে কাঠামে·া দখেলনে। পয়িালী নচিু হয়ে পায়ার বাঁধন পরীক্ষা করল এবং একটি আলগা গঁটি দখেতে পলে।

গঁটিটি ঠকি করার পর কাঠামে·া সে·াজা দাঁড়য়িে রইল। বাইরে কাশফুলরে সাদা মাথা বাতাসে দুলছলি, আর ভতেরে বাঁশরে রখোয় ধীরে ধীরে একটি ভঙ্গি ফুটে উঠছলি। পয়িালী খাতায় লখিল, ‘শক্ত মানে শুধু মে·াটা নয়; ঠকি জায়গায় ঠকি বাঁধনও শক্তি।’


কুমোরটুলি
শিল্পী সমিতি
স্থাপিত-১৯১৬

খড়ে গড়া দহে

খড়ে গড়া দহে

পররে ধাপে বাঁশরে চারপাশে খড় বাঁধা হলো। খড় হালকা, তাই অতরিক্তি ভার না বাড়য়িে দহেরে মূল আকার তরৈি করা যায়। কারগিররো খড় পাকয়িে বুক, কোমর, হাত ও পায়রে আয়তন গড়নে; তারপর দড়ি দয়িে বারবার পচেঁয়িে সটেি স্থরি করনে [3]।

পয়িালী একটি খড়রে আঁটি তুলতইে কয়কেটি খড় তার চুলে আটকে গলে। দাদু বললনে, ‘আজ তোকে দখেে হাঁটতে শখো ধানখতে মনে হচ্ছ।ে’ পয়িালী মুখ গম্ভীর করে বলল, ‘ধানখতে কন্তিু খুব দায়ত্বিশীল।’ তারপর সে খড়গুলো সমান করে দাদুর হাতে দলি।

একটি হাত অন্য হাতরে চয়েে মোটা হয়ে গয়িছেলি। পয়িালী ভবেছেলি সব খুলে ফলেতে হব।ে দাদু তাকে দখোলনে, বাড়তি খড় একটু সরয়িে দড়ি নতুন করে বাঁধলইে আকার ঠকি হয়। শলি্পরে কাজে ভুল ধরা পড়া ব্যর্থতা নয়; বরং পররে সঠকি কাজটি বোঝার সুযোগ।

দনিরে শষেে খড়রে শরীরটি যনে এগয়িে আসার ভঙ্গতিে দাঁড়াল। তখনও মুখ নইে, রং নইে, পোশাক নইে; তবু ভঙ্গরি মধ্যে শক্তি ছলি। পয়িালী খাতার দ্বতিীয় ঘরে টকি দয়িে বুঝল, বড় রূপ একবারে আসে না। ছোট ছোট বাঁধন মলিইে তাকে ধরে রাখ।ে


দেহ পড়ার নিয়ম

নদীর পাড়রে মাটি

নদীর পাড়রে মাটি

ভোরে এঁটলে মাটি এসে পৌঁছাল। গঙ্গা কলকাতার জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত, আর কুমোরটুলির প্রচলতি কারগিরতিে নদীর পাড়রে আঠালো মাটি ব্যবহাররে দীর্ঘ ইতহিাস আছে [3]। দাদু বললনে, সব মাটি একরকম নয়; কাজে লাগার আগে তার আঠালো ভাব ও ময়লা পরীক্ষা করতে হয়।

পয়িালী আঙুল দয়িে মাটি টপিে দখেল। ভজো মাটি নরম, ঠান্ডা এবং ভারী। তাতে ছোট কাঁকর ও শুকনো শকিড় ছলি। সে একটি চালুনরি সাহায্যে সগেুলো আলাদা করল। একটি গোল কাঁকর গড়য়িে তার স্যান্ডলেরে নচিে ঢুকে পড়ায় সে এমনভাবে লাফাল, যনে মাটইি তাকে নাচ শখোচ্ছে।

দাদু মাটতিে অল্প অল্প জল দয়িে পায়ে ও হাতে মখেে সমান করলনে। বশেি জল দলিে মশ্রিণ ঢলিে হয়ে যায়, আবার খুব কম জল হলে তা খড়রে গায়ে ভালোভাবে বসে না। পয়িালী দখেল, সঠকি ঘনত্ব বোঝার জন্য চোখরে সঙ্গে স্পর্শরে অনুভূতওি দরকার।

তারা মাটরি একটি ছোট বল বানয়িে চপেে দখেল। বলটি ফাটল না ধরে চ্যাপ্টা হলো। দাদু মাথা নাড়লনে—মাটি প্রস্তুত। পয়িালী খাতায় লখিল, ‘উপকরণকে জোর করে চালানো যায় না। আগে তার স্বভাব জানতে হয়।’ এই নয়িমটি তার নজিরে ভয়রে ক্ষত্রেওে সত্যি বলে মনে হলো।


মাটি
জল
মন
– এই তিনে
গড়ে সৃষ্টি

পাটরে আঁশরে শক্তি

পাটরে আঁশরে শক্তি

দাদু শুকনো পাটরে আঁশ ছোট ছোট করে কটেে মাটরি সঙ্গে মশোলনে। আঁশ মাটরি ভতেরে ছড়য়িে থাকলে প্রলপেটি ধরে রাখতে সাহায্য করে এবং শুকোনোর সময় সহজে ভঙেে পড়ে না [3]। পয়িালী ভাবল, আঁশগুলো যনে অদৃশ্য ক্ষুদ্র দড়ি—বাইরে দখো যায় না, কন্িতু ভতের থকেে শক্তি জোগায়।

মাটি মাখতে নমেে পয়িালীর দুই হাত কনুই পর্যন্ত বাদামি হয়ে গলে। নাক চুলকোতে গয়িে সে নাকওে এক ফোঁটা মাটি লাগয়িে ফলেল। দাদু বললনে, ‘এবার তোকে দখেইে বুঝব মশ্রিণ ঠকি হয়ছে কি না।’ পয়িালী জবাব দলি, ‘আমার নাক কন্িতু পরীক্ষার যন্ত্র নয়!’

তারা আঁশগুলো সমানভাবে ছড়য়িে দলি। এক জায়গায় বশেি আঁশ জমলে মাটি অসমান হয়, তাই পয়িালী আঙুল দয়িে দলা ভঙেে দলি। দাদু তাকে তাড়াহুড়ো না করতে বললনে। ভালো মশ্রিণরে জন্য বারবার উল্টে, চপেে এবং মখেে সব অংশকে একসঙ্গে আনতে হয়।

শষেে মাটরি রং ও গঠন সমান হলো। পয়িালী একটি সরু টুকরো পাকয়িে দখেল; সটেি সহজে ছঁড়িল না। তার মনে হলো, সাহসও এমন—একটি বড় জনিসি নয়। শখো কথা, সাহায্য চাওয়া আর আবার চষ্টো করার মতো অনকে সরু আঁশ একত্র হলে সাহস শক্ত হয়।


মাটি
আমার
বন্ধু

প্রথম মাটরি প্রলপে

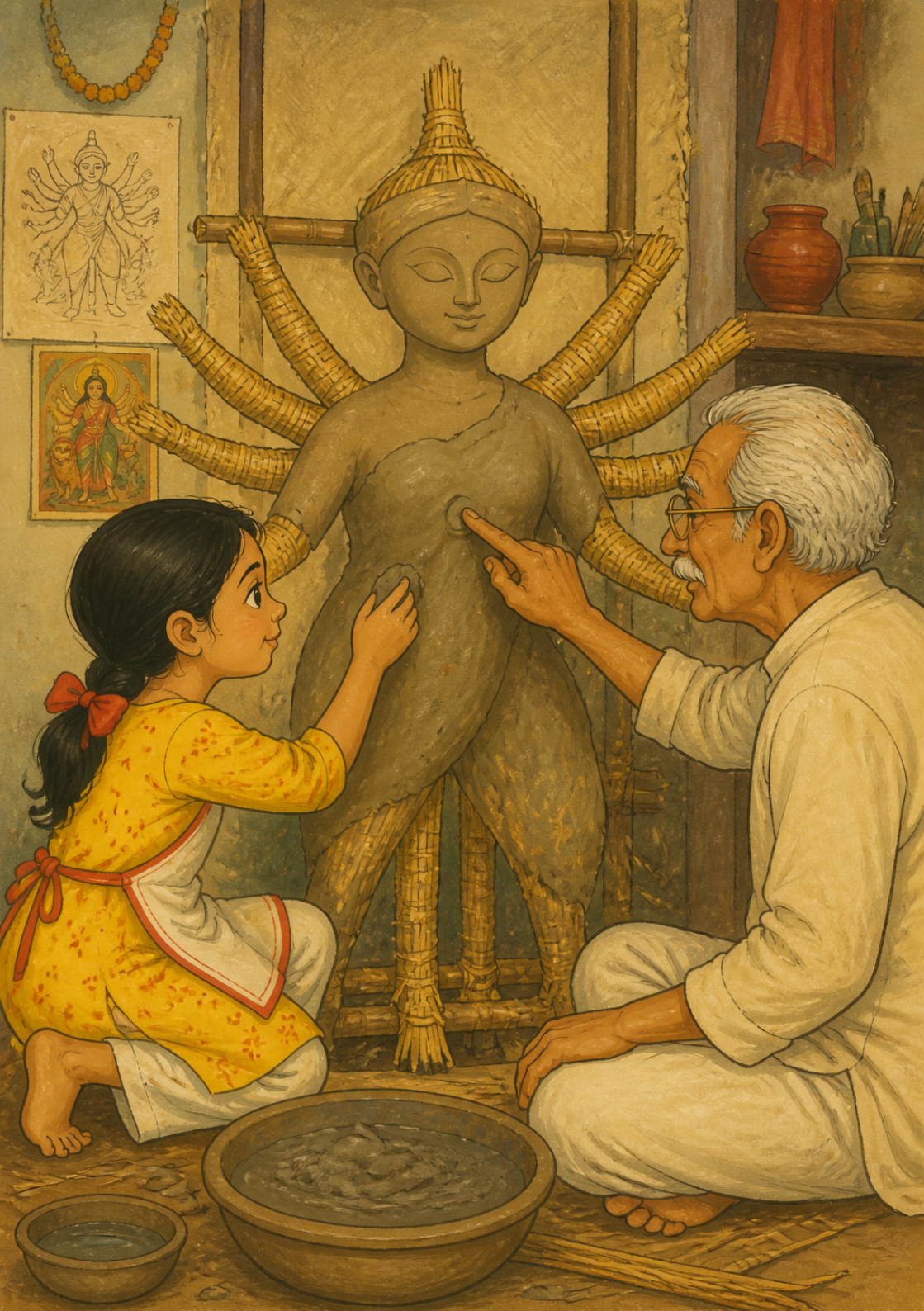
প্রথম মাটরি প্রলপে

এবার খড়রে দহে প্রথম মাটরি প্রলপে লাগল। এই স্তরটি তুলনামূলক মো·টা ও খসখস; এর কাজ সূক্ষ্ম সৌন্দর্য তরৈি করা নয়, খড় ঢকেে মূল দহেকে একসঙ্গে বাঁধা [3]। দাদু তালুর চাপ দয়িে মাটি বসালনে, আর পয়িালী নচিরে অংশে ছো·ট ছো·ট মাটরি দলা পৌঁছে দলি।

একটি দলা পয়িালীর হাত থকেে পড়ে চপাৎ শব্দে মঝেতে বসে গলে। সটেি এমন গো·ল হয়ে রইল, যনে কাজে যো·গ না দয়িে বশি্রাম নচি্ছ। পয়িালী তুলে বলল, ‘কাজ ফাঁকি দওেয়া চলবে না।’ দাদু বললনে, ‘ঠকি কথা, তবে মাটকিে বকলে নয়, চপেে ধরলে কাজ হয়।’

পয়িালী খড়রে ওপর মাটি চাপতে গয়িে একটি ছো·ট গর্ত করে ফলেল। তার মুখ শুকয়িে গলে। দাদু নজিরে তর্জনী ভজিয়িে গর্তরে চারপাশরে মাটি টনেে মাঝখানে আনলনে। কয়কেটি নরম টানে গর্ত মলিয়িে গলে। ‘মাটরি ভুল আঙুল দয়িে মসৃণ করা যায়,’ তনিি শান্তভাবে বললনে।

কথাটি পয়িালীর মনে বসে গলে। ভুল মানইে সব নষ্ট নয়; ভুল দখোর পর ধীর হাতে ঠকি করা যায়। তারা নচি থকেে ওপররে দকিে প্রলপে শষে করল, যাতে কাজরে চাপ নয়িন্ত্রতি থাক। সন্ধ্যায় খড়রে ধারালো রখো ঢাকা পড়ে নরম মাটরি অবয়ব দখো দলি।



মুখে ফুটল ভাব

মুখে ফুটল ভাব

প্রথম স্তর কছিুটা শুকোলে আরও সূক্ষ্ম মাটি লাগানো হলো। দাদু গাল, চবিুক, আঙুল ও পায়রে রখো গড়লনে। মুখরে অংশ আলাদা ছাঁচে তরৈি করে জোড়া দওেয়ার রীতওি কুমোরটুলরি কাজে দখো যায় [3]। জোড়ার কনিারা ভজো মাটি দয়িে এমনভাবে মলোতে হয়, যনে কোথায় মলিছে বোঝা না যায়।

পয়িালী একটি কাঠরে সরু সরঞ্জাম দয়িে আঙুলরে ফাঁক পরষ্কিার করছলি। সে বশেি চাপ দতিইে একটি রখো বঁকেে গলে। এবার সে কান্নার মতো মুখ করল না। একটু জল নলি, রখোর ওপর মাটি টনেে দলি, তারপর ধীরে আবার আঁকল। দাদু দূর থকেে দখেে শুধু বুড়ো আঙুল তুললনে।

দাদু বললনে, মুখরে ভাব বানাতে কবেল নাক বা ঠোঁট ঠকি হলইে চলে না। দুই পাশরে সামঞ্জস্য, মাথার ভঙ্গি এবং ঠোঁটরে হালকা বাঁক মলিয়িে শান্তি বা শক্তরি অনুভূতি তরৈি হয়। পয়িালী সামনে দাঁড়য়িে একবার হাসল, একবার ভ্রু কুঁচকাল; দাদু হসেে বললনে, ‘জ্যান্ত নমুনা বশে কাজে লাগছ।ে’

অবশষেে মাটরি মুখে প্রশান্ত এক অভব্যিক্তি ফুটল। পয়িালী বুঝল, প্রতমিা ধর্মীয় শ্রদ্ধার বষিয় হলওে তাকে গড়ে তোলার পছেনে রয়ছেে মাপ, উপাদান, পর্যবক্ষেণ ও বহু মানুষরে শ্রম। ভারতরে নানা পটভূমরি মানুষও এই শল্পিরে সৌন্দর্য ও সমবতে কারগিরকিে সম্মান করতে পারনে [1]।



রোদ, মেঘ আর অপেক্ষা

রোদ, মেঘ আর অপেক্ষা

মাটির স্তর শুকোনো জরুরি। ভেজা স্তরের ওপর তাড়াতাড়ি আরেকটি আবরণ বা রং দিলে ভেতরের জল আটকে যেতে পারে, ফলে ফাটল বা খসে পড়ার আশঙ্কা বাড়ে [3]। তাই প্রতিমাগুলোকে বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় রাখা হলো। পিয়ালী বারবার ছুঁতে চাইলে দাদু বললেন, ‘শুকোনোকে টেনে দ্রুত করা যায় না।’

দুপুরে হঠাৎ আকাশে মেঘ জমল। গরির শিল্পীরা দ্রুত ত্রিপল টানতে শুরু করলেন। পিয়ালী দড়ি নিয়ে দৌড়াল, কিন্তু দড়ি তার পায়ে জড়িয়ে গেল। পড়ে যাওয়ার আগেই সে বাঁশ ধরে সামলে নিল। দাদু বললেন, ‘বৃষ্টি আসার আগে তুই নিজেই গাঁটি হয়ে যাসনি যেন!’

তারা প্রতিমাকে ঢেকে দিল, তবে চারপাশ পুরো বন্ধ করল না। দাদু বোঝালেন, জল আটকানো দরকার হলেও বাতাসের পথ রাখতে হয়। পিয়ালী ত্রিপলের নিচে ফাঁক আছে কি না দেখল। বাইরে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল, আর ভেতরে মাটির গায়ে ধীর বাতাস চলতে থাকল।

পরদিন রোদ উঠল। পিয়ালী চোখে দেখে এবং হাত না লাগিয়ে রঙের পরিবর্তন লক্ষ করল; শুকনো মাটি ভেজা মাটির চেয়ে হালকা দেখাচ্ছিল। পরে দাদুর অনুমতিতে অদৃশ্য একটি জায়গায় আলতো টোকা দিয়ে শক্তভাব পরীক্ষা করল। অপেক্ষাও যে কাজের অংশ, সে দিন সে তা শিখল।



রঙরে প্রথম সকাল

রঙরে প্রথম সকাল

মাটি ভালোভাবে শুকোলে প্রথমে হালকা ভত্তি-রং লাগানো হলো। এই আবরণ মাটরি গায়রে রং সমান করে এবং পররে রং স্পষ্ট হতে সাহায্য করে। দাদু রং ছঁকে নলিনে, যাতে শুকনো দলা তুলি আটকে না দয়ে। পয়িালী ছোট বাটতিে যতটুকু দরকার, ততটুকুই ঢালল।

দাদু তাকে মনে করয়িে দলিনে, রং ব্যবহারে নরিাপত্তা ও পরবিশেরে কথা ভাবা দরকার। ভারতরে কন্দ্রেীয় দূষণ নয়িন্ত্রণ পর্ষদরে নর্দিশেকিায় বষিাক্ত ভারী ধাতুযুক্ত রং এড়য়িে প্রাকৃতকি বা পরবিশেবান্ধব উপকরণ ব্যবহাররে পরামর্শ রয়ছে [6]। পয়িালী বাটরি গায়ে লখো উপাদান দাদুর সঙ্গে পড়ে দখেল।

প্রথম তুলরি টানে পয়িালীর কনুই শক্ত হয়ে ছলি। ফলে সোজা দাগরে মাঝখানে রং জমে গলে। দাদু বললনে, ‘তুলি ঝাড়ু নয়; তাকে ঠলো নয়, পথ দখোতে হয়।’ সে বাড়তি রং অন্য অংশে ছড়য়িে দলি এবং লম্বা, হালকা টানে আবার চষ্টো করল। এবার আবরণটি সমান হলো।

কর্মশালার ধূসর-বাদামি জগত ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পয়িালী লক্ষ্য করল, প্রতটিি স্তর শুকোতে সময় দওেয়া হচ্ছে। সে খাতায় লখিল, ‘কম রং নয়িে শুরু করা সহজ; দরকার হলে পরে বাড়ানো যায়।’ এই ছোট নয়িম তাকে বড় কাজরে সামনে শান্ত থাকতে সাহায্য করল।


শুভ
শারদীয়ার
শিল্প ও সংস্কৃতি

সাজরে ঝলমল দনি

সাজরে ঝলমল দনি

রং শুকয়িে গলেে পে·োশাক, মুকুট, চুল ও অলংকার সাজান·োর পালা এল। দুর্গাপূজার প্রতমিা কবেল একটি মূর্ত নিয়; মঞ্চসজ্জা, আল·ো, কারগিরি ও নানা শল্পিরীতরি সঙ্গে মলিে একটি বৃহৎ সাংস্কৃতকি প্রকাশ তরৈি করে [1]। তাই প্রতটিি সাজরে অংশ বসান·োর আগে তার অবস্থান ও ভার পরীক্ষা করা হল·ো।

পয়িালী চকচকে একটি কাগুজে অলংকার তুলতইে সটেি তার কপালে আটকে গলে। দাদু বললনে, ‘মুকুট নজিইে মালকি বছেে নয়িছে।’ পয়িালী সটেি সাবধানে খুলে বলল, ‘মালকি পরে ঠকি হব, এখন আঠা ঠকি হ·োক।’ দুজনে হাসলওে তারা কাজরে টবেলি পরষ্কিার রাখল।

সাজ বসাতে দুই পাশরে সামঞ্জস্য দখো দরকার। পয়িালী একটু দূরে গয়িে দাঁড়াল এবং ডান পাশরে একটি অলংকার নচিু বলে জানাল। দাদু সটেি ঠকি করলনে। কাছ থকেে যে ভুল চ·োখে পড়ে না, দূর থকেে তা স্পষ্ট হতে পার—এই কারণে কারগিররো কাজরে মাঝখানে বারবার পছিয়িে দখেে ননে।

শষেে কাপড়রে ভাঁজ, মুকুটরে রখো ও গলার সাজ একসঙ্গে ঝলমল করল। শুধু চ·োখ আঁকা বাকি দূররে ঢাকরে আওয়াজ তখন আগরে চয়েে জ·োরে শ·োনা যাচ্ছলি। পয়িালী খাতার শষে ঘরটরি দকিে তাকাল। ছ·োট দুটি শব্দ—‘চ·োখ আঁকা’—তার কাছে সবচয়েে বড় পাহাড়রে মত·ো লাগল।



দাদুর কাঁপা হাত

দাদুর কাঁপা হাত

পরদনি ভোরে দাদু সবচয়ে সরু তুলি বরে করলনে। চোখ আঁকার কাজটি অনকে শল্পিীর কাছে বশিষে মনোযোগ ও শ্রদ্ধার মুহূর্ত; বাংলায় এটি চক্ষুদান নামে পরচিতি [4]। দাদু তুলি ধরতইে তাঁর আঙুল কঁপে উঠল। তনিি তুলি নামযি়ে কছিুক্ষণ হাতরে দকিে তাকযি়ে রইলনে।

দাদু পযি়ালীকে বললনে, ‘এ বছর শষে কয়কেটি রখোয় তোর সাহায্য চাই।’ পযি়ালীর পটেরে ভতের যনে একটি ছোট ঢাক খুব জোরে বাজতে শুরু করল। সে তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল, ‘আমি পারব না। ভুল হলে দবেীর চোখ বঁকেে যাবে, সবাই দখেবে।’ কথাগুলো বলতে তার গলা শুকযি়ে গলে।

দাদু তাকে জোর করলনে না। তনিি বললনে, ভয় না থাকাই সাহস নয়; ভয় আছে জনেওে প্রস্তুতি নযি়ে এগোনো সাহস। তনিি নজিরে কাঁপা হাত লুকোলনে না। বরং বললনে, ‘আমার হাত কাঁপছে বলে আমি কম শল্পিী হইনি। আজ আমার দক্ষতার একটি অংশ হলো সাহায্য চাওয়া।’

পযি়ালী দাদুর পাশে বসল। কর্মশালার বাইরে শডিলি পড়ছলি, আর গলি দযি়ে সকালরে আলো ঢুকছলি। সে স্বীকার করল, ‘আমার খুব ভয় করছে।’ দাদু উত্তর দলিনে, ‘ভালো। এখন আমরা জানি কীকে সঙ্গে নযি়ে কাজ করব।’ ভয়টি তখনও রইল, কন্তিু আর অন্ধকারে লুকযি়ে রইল না।



শ্বাসরে সঙ্গে তুলরি পথ

শ্বাসরে সঙ্গে তুলরি পথ

দাদু একটি পুরোনো মাটরি টালি সামনে রাখলনে। আসল প্রতমিায় কাজ করার আগে পয়িালী তাতে রখো আঁকবে। তারা চয়োরে সোজা হয়ে বসল। দাদু বললনে, ‘নাক দয়িে ধীরে শ্বাস নে, একটু থাম, তারপর ধীরে ছাড়।’ শান্ত শ্বাস মনোযোগ ফরিয়িে আনতে সাহায্য করতে পারে [5]।

পয়িালী প্রথম রখো টানতইে সটেি একটি রোগা কচঁেোর মতো বঁকেে গলে। স মুখ বাঁকালে দাদু বললনে, ‘কচঁেোটওি মাটরি বন্ধু, কন্তিু আজ আমরা একটু সোজা বন্ধু চাই।’ পয়িালী হসেে ফলেল। হাসরি পর তার কাঁধ নরম হলো, আর দ্বতিীয় রখোটি আগরে চয়েে স্থরি হলো।

তারা একটি ছোট নয়িম বানাল—তুলি ডোবাও, বাড়তি রিং ঝরাও, কনুই ঠকোও, শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে রখো টানো। দাদু বললনে, শান্ত মন মানে একবোরে ভাবনাহীন মন নয়। মন অন্যদকিে চলে গলেে তাকে বকাবকি না করে আবার তুলরি ডগায় ফরিয়িে আনতে হয়।

অনকেগুলো রখোর পর পয়িালী ক্লান্ত হয়ে পড়ল। দাদু সঙ্গে সঙ্গে বরিতি দলিনে। বশ্রিামও প্রস্তুতরি অংশ, কারণ ক্লান্ত হাতে সূক্ষ্ম কাজ করা কঠনি। জল খয়েে ফরিে পয়িালী টালতিে দুটি চোখরে বাঁক আঁকল। নখিুঁত নয়, কন্তিু পরষ্কিার। স বলল, ‘আমি এখনও ভয় পাচ্ছি, তবে চষ্টো করতে রাজি।’


ছোটদের
পটুয়া শিক্ষা

চক্ষুদানরে শান্ত মুহূর্ত

চক্ষুদানরে শান্ত মুহূর্ত

চক্ষুদানরে সকালে কর্মশালা অস্বাভাবকি শান্ত ছলি। বাইরে ঢাকরে আওয়াজ শোনা গলেওে ভতেরে সবাই নচিু গলায় কথা বলছলি। দুর্গাপূজায় দবেীর আগমন, পূজা এবং বদিায় একটি ধারাবাহকি সাংস্কৃতকি ও ধর্মীয় আচার; বহু মানুষরে কাছে প্রতমিার চোখ আঁকা তার বশিষে সূচনামুহূর্ত [4]।

দাদু প্রথম চোখরে প্রধান বাঁক টানলনে। হাত সামান্য কাঁপলে তনিি থামলনে, শ্বাস নলিনে, আবার এগোলনে। তারপর তুলি পয়িালীর হাতে দলিনে। পয়িালী কনুই ঠকোল, বাড়তি রিং ঝরাল এবং নজিরে ভয়কে মনে মনে বলল, ‘তুই থাক, কন্তিু তুলি আমি চালাব।’

শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সে ছোট কালো রখোটি টানল। মাঝখানে তুলি একটু থমকালওে সে ঝটকা দলি না। ধীরে রখোটি শষে করল। একটি প্রান্ত সামান্য মোটা হয়ছেলি। দাদু পরষ্কিার তুলরি ডগা দয়িে বাড়তি রিং তুলে দখোলনে। ভুলটি মলিয়িে গলে, আর পয়িালীর বুকরে ভতেররে ঢাক ধীরে বাজতে লাগল।

শষে বন্দিুটি দাদু ও পয়িালী একসঙ্গে সম্পূর্ণ করলনে। তারা কছিুক্ষণ নীরবে দাঁড়য়িে রইল। পয়িালী জানত, সে একা প্রতমিা বানায়নি; বহু হাত, বহু বছররে জ্ঞান এবং দাদুর ভরসা এই চোখরে রখোয় মলিছে। দাদু ফসিফসি করে বললনে, ‘স্থরি হাতরে আগে স্থরি হওয়ার ইচ্ছা লাগে।’



আগমন, বদিায়, আবার আসা

আগমন, বদিায়, আবার আসা

প্রতমিা প্যান্ডলেে যাওয়ার দনি ভোরইে ট্রাক এল। শক্ত দড়ি, নরম প্যাড ও কাঠরে ঠকেনা দয়িে প্রতমিা নরিাপদ করা হলো। সরু গলি দয়িে ট্রাক বরেোনোর সময় সবাই দকিনর্িদশে দলি। পয়িালী দখেল, কর্মশালা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গছে; এত দনিরে পরচিতি মাটরি মুখটি আলোয় ভরা প্যান্ডলেরে পথে চলছে।

পূজার দনিগুলোতে শলি্প, প্রার্থনা, খাবার, সংগীত ও মানুষরে মলিন কলকাতাকে বদলে দয়ে [1]। পয়িালী প্যান্ডলেে দাঁড়য়িে দর্শকদরে মুখ দখেল। কউে শ্রদ্ধায় প্রণাম করলনে, কউে শলি্পরে সূক্ষ্ম কাজ দখেলনে, আর ছোটরা মুকুটরে ঝলিকি গুনল। দাদু বললনে, ‘শলি্প ঘর ছাড়লইে অন্যরে সঙ্গে কথা বলতে শখে।’

বজিয়া দশমীতে বসির্জনরে সময় পয়িালীর চোখে জল এল। দুর্গাপূজার শষেে প্রতমিা জলে বসির্জন দওেয়া বদিায়রে প্রথার অংশ [4]। পরবিশে রক্ষায় নর্িধারতি স্থান, নরিাপদ উপকরণ এবং পরে কাঠামো ও সাজ সংগ্রহরে নর্িদশে মানা জরুর [6]। পয়িালী দখেল, দায়ত্বিশীল বদিায়ও সম্মানরে কাজ।

মাটরি রং জলে মলিতে দখেে সে দাদুর হাত ধরল। দাদু বললনে, রূপটি যায়, কন্তিু দক্ষতা, স্মৃতি ও একসঙ্গে কাজরে শক্ষিা থকেে যায়। চারপাশে সবাই বলে উঠল, ‘আসছে বছর আবার হব।’ পয়িালী বুঝল, বদিায় মানে শষে নয়; কখনও তা নতুন বাঁশ, নতুন মাটি এবং নতুন সাহসরে জন্য জায়গা করে দয়ে।



তথ্যসূত্র ও শখের খাতা

তথ্যসূত্র ও শখের খাতা

[1] ইউনসেকো অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিভাগ, ‘দুর্গাপূজা ইন কলকাতা’, ২০২১। এই নথি কলকাতার দুর্গাপূজাকে সমবেত শিল্প, কারিগরি, ধর্মীয় অনুশীলন ও সামাজিক অংশগ্রহণের ঐতিহ্য হিসেবে ব্যাখ্যা করে। বইয়ে উৎসবের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ও বহু মানুষের সহযোগিতা বোঝাতে এই উৎস ব্যবহৃত হয়েছে।

[2] পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের কুমোরটুলি-বিষয়ক পরিচিতি এবং [3] সহপিডিয়ার কুমোরটুলিতে দুর্গাপ্রতিমা নির্মাণের নথি। এই উৎসগুলো মৃৎশিল্পী-পাড়ার পরিচয়, বাঁশ-খড়ের কাঠামো, মাটির স্তর, শুকানো, রং ও সাজের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যাচাই করতে সহায়তা করেছে। কারিগরভেদে পদ্ধতিতে কিছু পার্থক্য হতে পারে।

[4] এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ‘দুর্গাপূজা’; এতে উৎসবের সময়, তাৎপর্য, দেবীর আগমন ও দশমীর বিসর্জন সম্পর্কে সাধারণ তথ্য রয়েছে। চক্ষুদান নিয়ে বইয়ের ব্যাখ্যাটি বাংলার প্রচলিত শিল্পরীতি ও সাংস্কৃতিক বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে লেখা। সব পাঠকের বোঝার সুবিধায় ধর্মীয় বিষয় শ্রদ্ধার সঙ্গে সহজ ভাষায় বলা হয়েছে।

[5] ইউনিসেফের শিশুদের জন্য ধীর শ্বাস ও আবেগ সামলানোর শিক্ষামূলক নির্দেশনা এবং [6] ভারতের কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ‘রিভাইজড গাইডলাইনস ফর আইডল ইমারশন’, ২০২০। প্রথমটি শান্ত শ্বাসের অনুশীলনকে সমর্থন করে; দ্বিতীয়টি নিরাপদ রং, নির্ধারিত বিসর্জনস্থান ও পরে বর্জ্য সংগ্রহের পরিশোধিত নির্দেশ দেয়।


গাছ
আমাদের
বন্ধু
মাটির ধরন
এটেলা মাটি
দোআশ মাটি
বেলে মাটি
বাঁশের অংশ
গাঁট
ফাঁপা

-এ ❤ দয়িে Plyx দ্বারা তরৈি

আপনার digital এবং audio edition-এর জন্য স্ক্যান করুন